দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 06 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

একটি চিঠি ।। স্কুল চাই

গত সোমবার দৈনিক জনকণ্ঠে গ্রামের চিঠি কলামে জনৈক পত্রলেখক তাঁর গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামটি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। বিশেষ করে বয়স্ক লোকদের অধিকাংশই নিরক্ষর। আর তাই নিরক্ষর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। তিনি লিখেছেন, নিরক্ষর লোক কখনই নিজের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। তিনি তাঁর গ্রামে বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তুলতে সেই গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। উল্লেখ্য, জামালপুর জেলার সদর থানার ১২ নম্বর তিতপল্লা ইউনিয়নের নারায়ণপুর হচ্ছে পত্রলেখকের সেই গ্রাম।

নিজের গ্রামের লোকজনের শিক্ষার জন্য পত্রলেখকের এই ভাবনা-চিন্তা এবং সেখানে বয়স্ক গ্রামবাসীদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার জন্য পত্রিকার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে এ ধরনের আবেদন জানানোর উদ্যোগ প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই।

এ যুগে কোন একটি গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর এ চিত্রটি দুঃখজনক সন্দেহ নেই। তবে আমাদের দেশে এটি অনেক ক্ষেত্রেই আজও একটি রূঢ় বাস্তবতা। যুগ যুগ ধরে এই অবস্থা চলে আসছে। একটা সময় ছিল, যখন অশিক্ষার অন্ধকার ছিল ব্যাপক। পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে শিক্ষা বিস্তারের কাজ চলেছে। ধীরে ধীরে ছড়িয়েছে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার আলো। তবে সে আলো আজও সর্বত্রগামী হয়নি। অনেক স্থানেই এখনও রয়ে গেছে অন্ধকার। অশিক্ষার এ অন্ধকার দূর করে এ আলোকে সর্বব্যাপ্ত করা আমাদের খুব বড় একটা দায়িত্ব। কেননা আমাদের উন্নয়ন-উন্নতি যাই বলি না কেন, এ সবকিছুর সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। উন্নতি অর্জন করতে হলে চাই শিক্ষা। এর বিকল্প নেই। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্রটি মোটেই সুখকর নয়। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এখনও বিপুল কাজ বাকি। দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ আজও নিরক্ষর। তার ওপর লাখ লাখ শিশু এখনও স্কুলে যায় না। বিপুলসংখ্যক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশোনা করে পরে স্কুল ছেড়ে দেয়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দেশের উত্তরাঞ্চলের এ ধরনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, উত্তরাঞ্চলে লক্ষাধিক শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর স্কুল ত্যাগ করেছে। এই লক্ষাধিক শিশুসহ প্রায় পাঁচ লাখ শিশু এই অঞ্চলে স্কুলে যায় না। এদের বয়স ৬ হতে ১০-এর মধ্যে। তারা বড় হয়ে উঠছে নিরক্ষর হয়ে। এই বিপুলসংখ্যক শিশুর অধিকাংশই ভূমিহীন দিনমজুর, বাস্তুহারা পরিবারের। অল্প বয়সেই সংসারে আয় করার জন্য তাদের কাজ করতে হয়।

স্কুলে যারা যায় না, তাদের অধিকাংশেরই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। বইপত্রের সঙ্গে তাদের কোন সংস্রব নেই। আমাদের প্রধান একটি সমস্যা দারিদ্র্য। গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার এই অবস্থার পিছনেও রয়েছে গ্রামীণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণেই দরিদ্র পিতামাতা লেখাপড়ার পরিবর্তে ছেলেদের কাজে লাগিয়ে দিতে আগ্রহী হয় বেশি। এই দারিদ্র্যের কারণেই বহু ছেলে যেমন স্কুলে যায় না, তেমনি অনেকে মাঝপথে ঝরে পড়ে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার। এজন্য প্রধান সমস্যা ঐ দারিদ্র্যই দূর করতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্যোগকে অধিকতর জোরদার করতে হবে। একই সঙ্গে ত্বরান্বিত করতে হবে শিক্ষা বিস্তার তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজকে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বিভিন্ন সময়ে দেশে শিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করাসহ বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং অন্যান্য পদক্ষেপের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার উদ্যোগও রয়েছে। এই লক্ষ্যে প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে। এগুলোসহ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের কাজকে ত্বরান্বিত করা জরুরী। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও যেসব সমস্যা-সঙ্কট রয়ে গেছে সেগুলো দূর করাও কম জরুরী নয়। এসব সমস্যা-সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে–কোথাও জরাজীর্ণ স্কুল ভবন, কোথাও ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় বেঞ্চ নেই, কোথাও শিক্ষকের অভাব। কোথাও সঙ্কট শিক্ষা সরঞ্জামের। এসব সমস্যা দূর করা না হলে শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমে যে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য আসবে না– তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর এ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে, কালের বিচারে তা খুব বেশি না হলেও সময়টি নিতান্ত কমও নয়। এত বছর পার হলেও আমাদের দেশে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা পুরোপুরি নিশ্চিত করা আজও সম্ভব হয়নি। এখনও অগণিত মানুষ লেখাপড়া থেকে দূরে। এখনও বিপুলসংখ্যক শিশু স্কুলে যাচ্ছে না। এখনও বহু শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর মাঝপথে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এই পরিস্থিতি বদলানো খুবই জরুরী। দেশের সবখানে জ্বালাতে হবে শিক্ষার আলো। সবার জন্য সৃষ্টি করতে হবে শিক্ষার সুযোগ। শিক্ষা বিস্তারের সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ জোরদার করতে হবে।

জনকণ্ঠের গ্রামের চিঠি কলামে পত্রলেখক তাঁর গ্রামে বয়স্ক লোকজনের শিক্ষার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের যে আবেদন জানিয়েছেন, তাতে যথাযথ সাড়া মিলবে– এ প্রত্যাশা করা যায়।